সমাজিক অন্বেষণ: ভারত ও বহির্বিশ্ব

৬ষ্ঠ শ্রেণীর সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তক

© NCERT not to be republished

0681

विद्ययाऽमृतमश्नुते

एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

৬৮১ - এক্সপ্লোরিং সোসাইটি: ইন্ডিয়া অ্যান্ড বিয়ন্ড
৬ষ্ঠ শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ্যবই

ISBN 978-93-5292-693-0

প্রথম সংস্করণ
জুলাই ২০২৪ আশাদা ১৯৪৬

PD 700T BS

© জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, ২০২৪

₹ 65.00

এনসিইআরটি ওয়াটারমার্ক সহ ৪০ জিএসএম কাগজে মুদ্রিত

প্রকাশনায় প্রকাশিত সচিব, জাতীয় কাউন্সিল কর্তৃক বিভাগ
শিক্ষা গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ, শ্রী অরবিন্দ মার্গ, নতুন দিল্লি 110 016 এবং এ মুদ্রিত
গীতা অফসেট প্রিন্টার্স (প্রাঃ) লিঃ, সি-৯০, ওখলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, ফেজ-১, নয়াদিল্লি ১১০০২০

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

- প্রকাশকের পূর্বানুমতি ব্যতীত এই প্রকাশনার কোনও অংশ পুনরুত্পাদন, পুনরুদ্ধার সিস্টেমে সংরক্ষণ করা বা কোনও আকারে বা কোনও উপায়ে, বৈদ্যুতিন, যান্ত্রিক, ফটোকপি, রেকর্ডিং বা অন্যথায় প্রেরণ করা যাবে না।
- এই পুস্তক এই শর্ত সাপেক্ষে বিক্রয় করা হইবে যে, প্রকাশকের সম্মতি ব্যতিরেকে উহা ঋণ, পুনঃবিক্রয়, ভাড়া বা অন্য কোনোভাবে নিষ্পত্তি করা যাইবে না।
- এই প্রকাশনার সঠিক মূল্য এই পৃষ্ঠায় মুদ্রিত মূল্য, একটি রাবার স্ট্যাম্প বা একটি স্টিকার দ্বারা বা অন্য কোন উপায়ে নির্দেশিত কোন সংশোধিত মূল্য ভুল এবং অগ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত।

প্রকাশনার অফিস
বিভাগ, এনসিইআরটি

এনসিইআরটি ক্যাম্পাস
শ্রী অরবিন্দ মার্গ
নয়াদিল্লি ১১০ ০১৬ **ফোন : ০১১-২৬৫৬২৭০৮**

১০৮, ১০০ ফুট রোড
হোসাকেরে হাল্লি এক্সটেনশন
বনশঙ্করী তৃতীয় মঞ্চ
বেঙ্গালুরু ৫৬০ ০৮৫ **ফোন : ০৮০-২৬৭২৫৭৪০**

নবজীবন ট্রাস্ট বিল্ডিং
পি.ও. নবজীবন
আহমেদাবাদ ৩৮০ ০১৪ **ফোন : ০৭৯-২৭৫৪১৪৪৬**

সিডব্লিউসি ক্যাম্পাস
ওপি ধনকল বাস স্টপ
পানিহাটি
কলকাতা ৭০০ ১১৪ **ফোন: 033-25530454**

সিডব্লিউসি কমপ্লেক্স
মালিগাঁও
গুয়াহাটি ৭৮১ ০২১ **ফোন : ০৩৬১-২৬৭৪৮৬৯**

প্রকাশনা দল

প্রধান, প্রকাশনা বিভাগ : *অনুপ কুমার রাজপুত*

চিফ প্রোডাকশন অফিসার : *অরুন চিটকারা*

প্রধান সম্পাদক (দায়িত্বপ্রাপ্ত) : *বিজ্ঞান সুতার*

চিফ বিজনেস ম্যানেজার : *অমিতাভ কুমার*

প্রোডাকশন অফিসার : *জাহান লাল*

কভার ডিজাইন, চিত্র এবং বিন্যাস
বটবৃক্ষ

মানচিত্রবিদ
সতীশ মৌর্য

© NCERT not to be republished

মুখবন্ধ

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-তে দেশের এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থার কল্পনা করা হয়েছে যা ভারতীয় নৈতিকতা এবং মানব প্রচেষ্টার সমস্ত ক্ষেত্রে এর সভ্যতার সাফল্যের মধ্যে নিহিত রয়েছে এবং জ্ঞান একই সাথে একবিংশ শতাব্দীর সম্ভাবনা এবং চ্যালেঞ্জগুলির সাথে গঠনমূলকভাবেজড়িতহওয়ারজন্যশিক্ষার্থীদেরপ্রস্তুতকরে।ন্যাশনালকারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক ফর স্কুল এডুকেশন ২০২৩-এর মাধ্যমে এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি সমস্ত পর্যায়ে পাঠ্যক্রমিক ক্ষেত্র জুড়ে ভালভাবে স্থাপন করা হয়েছে। মানব অস্তিত্বের পাঁচটি স্তরকে স্পর্শ করে শিক্ষার্থীদের সহজাত ক্ষমতাকে লালন করে, মানব অস্তিত্বের পাঁচটি স্তর অর্থাৎ পঞ্চকোষ এর ওপর ভিত্তি করে প্রাথমিক এবং প্রস্ত্ততিমূলক পর্যায়ে শিক্ষার ভিত্তি গড়ে তোলা হয়েছে। এর ফলে, শিক্ষার্থীদের শিক্ষার অগ্রগতির জন্য মধ্যবর্তী পর্যায় একটি সেতুর মতো কাজ করে। এই মধ্যবর্তী পর্যায়টি প্রস্তুতিমূলক এবং মাধ্যমিক পর্যায়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে এবং এটি ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত তিন বছরব্যাপী বিস্ত্তত।

এই কাঠামোটি, মধ্যম পর্যায়ে, শিক্ষার্থীদের তাদের জীবনে অগ্রগতির সাথে সাথে বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতার সাথে সজ্জিত করার লক্ষ্য রাখে। এটি তাদের বিশ্লেষণাত্মক, বর্ণনামূলক এবং আখ্যান ক্ষমতা বাড়ানোর এবং তাদের জন্য অপেক্ষা করা চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগগুলির জন্য তাদের প্রস্তুত করার চেষ্টা করে। একটি বৈচিত্র্যময় পাঠ্যক্রম, তিনটি ভাষা থেকে শুরু করে নয়টি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে - যার মধ্যে কমপক্ষে দুটি স্থানীয় ভাষা রয়েছে - বিজ্ঞান, গণিত, সামাজিক বিজ্ঞান, শিল্প শিক্ষা, শারীরিক শিক্ষা এবং সুস্থতা এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা তাদের সামগ্রিক বিকাশকে উত্সাহ দেয়।

এই ধরনের রূপান্তরিত শেখার সংস্কৃতির জন্য কিছু প্রয়োজনীয় শর্ত প্রয়োজন। এর মধ্যে একটি হ'ল বিভিন্ন পাঠ্যক্রমিক ক্ষেত্রে উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক থাকা কারণ এই পাঠ্যপুস্তকগুলি বিষয়বস্তু এবং শিক্ষাদানের মধ্যে মধ্যস্থতা করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করবে - এমন একটি ভূমিকা যা সরাসরি নির্দেশনা এবং অনুসন্ধান ও তদন্তের সুযোগের মধ্যে একটি ন্যায়সঙ্গত ভারসাম্য বজায় রাখবে। অন্যান্য শর্তগুলির মধ্যে, শ্রেণিকক্ষের ব্যবস্থা এবং শিক্ষক প্রস্তুতি পাঠ্যক্রমের মধ্যে এবং উভয় ক্ষেত্রেই ধারণাগত সংযোগ স্থাপনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, তার উপর অংশ, যেমন উচ্চ মানের সঙ্গে ছাত্র প্রদান করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ পাঠ্যপুস্তক। এই উদ্দেশ্যে গঠিত বিভিন্ন পাঠ্যক্রমিক অঞ্চল গোষ্ঠী, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়-বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ এবং অনুশীলনকারী শিক্ষকরা তাদের সদস্য হিসাবে রয়েছেন, এই জাতীয় পাঠ্যপুস্তক বিকাশের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

সামাজিক বিজ্ঞানের এই পাঠ্যপুস্তকটি এনসিএফএসই ২০২৩-এর দৃষ্টিভঙ্গি ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করে। এটি মূল ধারণা এবং প্রধান বিকাশগুলিতে মনোনিবেশ করে পাঠ্যকে হ্রাস করতে উদ্ভাবন করে। এগুলি প্রচুর ছবি, অঙ্কন, মানচিত্র এবং অন্যান্য গ্রাফিক্সের মাধ্যমেও জানানো হয়, যা একটি মনোরম এবং আকর্ষণীয় সামগ্রিক নকশা দ্বারা প্রাণবন্ত হয়। পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন অনুশীলন, প্রতিফলনের জন্য উপলক্ষ, ক্রিয়াকলাপ এবং প্রকল্পগুলির মাধ্যমে জড়িত রাখার চেষ্টা করে, যার সবগুলিই তাদের নিজেরাই অন্বেষণ এবং আবিষ্কার করার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। পাঁচটি থিমের নির্বাচন একটি বহু-বিভাগীয় দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখার গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয়তার যত্ন নেয়। সাংস্কৃতিক মূল, অপরটি প্রয়োজনীয়তা, তাই 'আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং জ্ঞান ঐতিহ্য' থিমের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং অন্যান্য থিমগুলিতেও পরিব্যাপ্ত। আশা করা যায় যে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক উভয়ই এই পাঠ্যপুস্তকটি ব্যবহার করে একটি উপভোগ্য এবং সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা পাবেন।

যাইহোক, এই পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও, এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের অন্যান্য বিভিন্ন শেখার সংস্থানগুলি অন্বেষণ করতে উৎসাহিত করা উচিত। স্কুল গ্রন্থাগারগুলি এই জাতীয় সংস্থানগুলি উপলব্ধ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দিকনির্দেশনা ও উৎসাহিত করতে অভিভাবক ও শিক্ষকদের ভূমিকাও অমূল্য হবে।

এর সাথে আমি এই পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নের সাথে যারা জড়িত ছিলেন তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই এবং আশা করি এটি সকল স্টেকহোল্ডারদের প্রত্যাশা পূরণ করবে। একই সময়ে, আমি আগামী বছরগুলিতে আরও উন্নতির জন্য এর সমস্ত ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে পরামর্শ এবং প্রতিক্রিয়া আমন্ত্রণ জানাই।

দীনেশ প্রসাদ সাকলানি
পরিচালক
জাতীয় কাউন্সিল
শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ

৩১ মে ২০২৪
নয়াদিল্লি

© NCERT not to be republished

শিক্ষার্থীর প্রতি চিঠি

প্রিয় শিক্ষার্থী,

তুমি এখন মধ্যম পর্যায়ে প্রবেশ করেছো, নতুন বিষয় অন্বেষণ করতে যাচ্ছ। তার মধ্যে একটি হলো সমাজবিজ্ঞান। এর সাথে তোমার আগেও ঝোঁক ছিল, কিন্তু এই ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে তুমি আমাদের এই জগৎ সম্পর্কে আরও জানতে পারবে, আমাদের দেশ ভারত দিয়ে শুরু করে। এই পাঠ্যপুস্তকটিকে উৎসাহী করে তোলার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি:

- যখনই সম্ভব, আমরা তোমার তাত্ক্ষণিক পরিবেশ ব্যবহার করেছি - তুমি এটি জানো এমন বিশ্বকে - একটি সূচনা বিন্দু হিসাবে ব্যবহার করেছি।
- আমর 'বড় ধারণাগুলি' - যে ধারণাগুলি আপনি নিশ্চিতভাবে তোমার জীবনে মুখোমুখি হবে তার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে পাঠ্যটিকে ন্যূনতম রাখার চেষ্টা করেছি। এমন ধারণা যা তোমাকে ভারত এবং বিশ্বকে বুঝতে সহায়তা করবে।
- আমরা তোমাকে এই ধারণাগুলি বা গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলি প্রতিফলিত করতে উৎসাহিত করেছি - অন্বেষণ করতে, আবিষ্কার করতে, চিন্তা করতে, তৈরি করতে, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে এবং উত্তর প্রস্তাব করতে। মুখস্থ বিদ্যা সুশিক্ষার লক্ষ্য নয়; বোঝাপড়া এবং প্রতিফলিত হয়।
- আমরা আগের চেয়ে আরও বেশি দৃষ্টান্ত অন্তর্ভুক্ত করেছি, কারণ তারা প্রায়শই দীর্ঘ ব্যাখ্যার চেয়ে আরও ভাল বার্তা জানায়। তারা পাঠ্যপুস্তকটিকে ব্রাউজ করার জন্য আরও প্রাণবন্ত এবং আনন্দদায়ক করে তোলে।
- আমরা পাঁচটি প্রধান থিম নির্বাচন করেছি - তুমি সেগুলি সূচিপত্রে দেখতে পাবে। এটি আমাদের ইতিহাস, ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা অর্থনীতি - বিভিন্ন শাখা থেকে একটি একক থিম ইনপুটগুলিকে একত্রিত করতে সক্ষম করেছে। এটি আমাদের বাস্তব জীবনের কাছাকাছি নিয়ে আসে।
- পরিশেষে, আমরা ভারতের ভিত্তি বোঝার উপর কিছুটা জোর দিয়েছি। ভারত একটি তরুণ জাতি কিন্তু একটি প্রাচীন সভ্যতা। দ্বিতীয়টি ছাড়া প্রথমটির অস্তিত্বই থাকত না।

© NCERT not to be republished

এই পাঠ্যপুস্তকটি তৈরি করা অত্যন্ত ভালোবাসার কাজ। যদি তুমি এখানে-সেখানে কয়েকটি পৃষ্ঠা, কোনও ছবি বা মানচিত্র দেখে আকৃষ্ট হয়ে থাকো, কোনও প্রশ্ন বা কোনও চ্যালেঞ্জিং উদ্‌ধৃতি শুনে আকৃষ্ট হয়ে থাকেন, তাহলে আমরা পুরস্কৃত হব। আমরা আশা করি তুমি আবিষ্কারের এই যাত্রা উপভোগ করবেন। এটি আমাদের সকলের, তোমার নিজের সম্পর্কেও!

❧ ◆ ❧

আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ যোগ করতে হবে। এই পাঠ্যপুস্তকে, এর প্রতিটি অংশ - পাঠ্য, সাইড বক্স, চিত্র বা মানচিত্র - মূল্যায়ন এবং মূল্যায়ন সাপেক্ষে হতে পারে। তবে পাঁচটি ব্যতিক্রম রয়েছে:

- অধ্যায়ের প্রথম পৃষ্ঠায় উদ্‌ধৃতি বা উদ্‌ধৃতি। কিছু সহজবোধ্য, অন্যগুলি গভীর চিন্তাভাবনা প্রদান করে। প্রথম পাঠেই যদি তুমি সেগুলি বুঝতে না পারো তবে চিন্তা করবে না; এগুলি তোমাকে উদ্দীপিত বা অনুপ্রাণিত করার জন্য তৈরি ।
- পাঠ্যাংশে আমরা যেখানে উল্লেখ করেছি, "তোমার এটি মনে রাখার দরকার নেই"।
- কিছু সংস্কৃত শব্দের ডায়াক্রিটিকাল চিহ্ন — আমরা কী বলতে চাইছি তা বোঝার জন্য পরবর্তী কয়েক পৃষ্ঠায় 'এই বইয়ের মাধ্যমে তোমার যাত্রা' দেখো।
- ভূমিকা ' (পৃষ্ঠা ১)।
- শব্দকোষ (পাঠ্যপুস্তকের শেষে)।

এই পাঁচটি দিক নিয়ে কোনও মূল্যায়ন করা উচিত নয়।

❧ ◆ ❧

© NCERT not to be republished

এই বইয়ের মাধ্যমে তোমার যাত্রা

এই পাঠ্যপুস্তকটি আপনাদের, আমাদের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর এর শিক্ষার্থীদের জন্য যত্ন এবং ভালবাসা দিয়ে লেখা হয়েছে। এই বছর তুমি প্রথমবারের মতো সামাজিক বিজ্ঞান অধ্যয়ন করবে। এই ক্ষেত্রটি আমাদের নিজেদের, ভূমি এবং আমাদের চারপাশের মানুষকে বুঝতে সহায়তা করে। অতীতে মানুষ কীভাবে জীবনযাপন করত? আমাদের দেশ, ইন্ডিয়া বা ভারত দেখতে কেমন? পাহাড়, নদী ও সমতল দেখতে কেমন? ... এরকম আরও অনেক প্রশ্ন।

এই নতুন পাঠ্যপুস্তকে অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা আমরা আশা করি তুমি আকর্ষণীয় এবং মজাদারও পাবেন। তুমি এটির মধ্য দিয়ে উল্টানোর সাথে সাথে তুমি ছবি, মানচিত্র এবং বিভিন্ন ধরণের অঙ্কন সহ রঙিন চিত্র দেখতে পাবেন। আসুন আমরা তোমাকে বইটি এবং এর বৈশিষ্ট্যগুলির একটি দ্রুত সফর দিই। তোমার শিক্ষকও এর মাধ্যমে তোমাকে গাইড করবে।

প্রতিটি অধ্যায় শুরু হয় একজন বিখ্যাত ব্যক্তির অনুপ্রেরণামূলক উক্তি বা লেখা দিয়ে। এটি পড়ুন এবং তোমার মনে রাখুন। এই উক্তিগুলির মধ্যে কিছু গভীর চিন্তাভাবনা। যদি তুমি এখনই বুঝতে না পারে তবে চিন্তা করবে না; তুমি পরে সেগুলিতে ফিরে যেতে পারো, এবং সেগুলি ক্লাসেও আলোচনা করা যেতে পারে। এখানে একটি উদাহরণ দেওয়া হল —

"ওহ, আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করুন, বহুজনের খেলায় আমি যেন কখনও একজনের স্পর্শের আনন্দ হারাতে না পারি।

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের নীতি যা [ভারত] সর্বদা স্বাভাবিক ছিল এবং এর পরিপূর্ণতা তার সত্তার মৌলিক গতিপথ এবং এর প্রকৃতি, একের মধ্যে বহু, তাকে তার স্বভাব এবং স্বধর্মের নিশ্চিত ভিত্তির উপর স্থাপন করবে ."

- শ্রী অরবিন্দ

© NCERT not to be republished

ঐ **মূল লেখা** সহজ ভাষায় লেখা। তুমি ভারত এবং তার বাইরেও মানুষ এবং স্থান সম্পর্কে শিখবে।

টেকনিক্যাল শব্দ পাঠ্যের ঠিক পাশের মার্জিনে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাদেরও তালিকাভুক্ত করা হয়েছে **শব্দকোষ** (বা মিনি-অভিধান) পাঠ্যপুস্তকের শেষে। উপরন্তু, আমরা কিছু শব্দ অন্তর্ভুক্ত করেছি যা আপনি পরিচিত নাও হতে পারেন। প্রায়শই শব্দকোষের সাথে পরামর্শ করো।

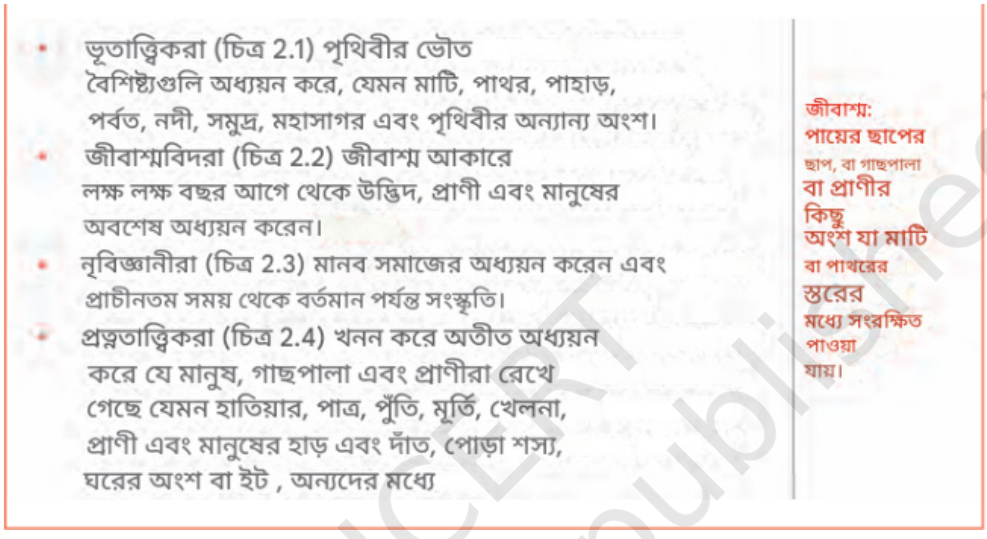

'বড় প্রশ্ন', মাত্র দুটি বা তিনটি, তোমাকে অধ্যায়ে কী অন্বেষণ করতে যাচ্ছ তার একটি ধারণা দেবে।

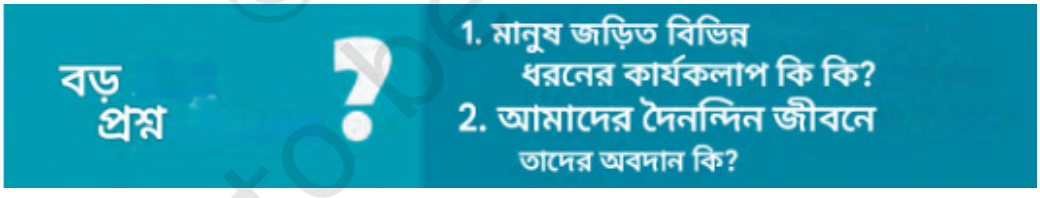

আমরা অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে তুমি কিছু বিভাগ পাবে যার নাম **'এসো এটি সম্পর্কে অন্বেষণ করি'**,

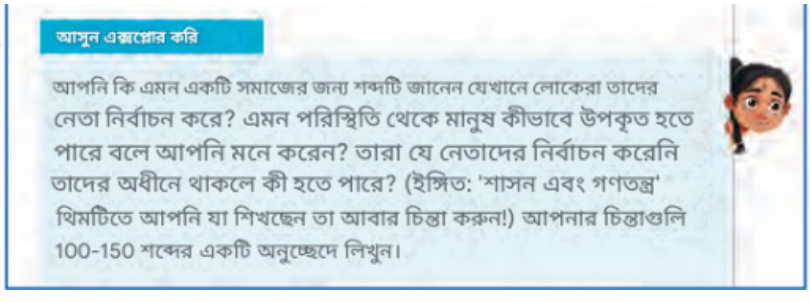

© NCERT not to be republished

এটা নিয়ে ভাবো" যা কার্যকলাপ, পাঠ্যের মধ্যে অনুশীলনের প্রস্তাব দেয়, অথবা আরও প্রতিফলনকে

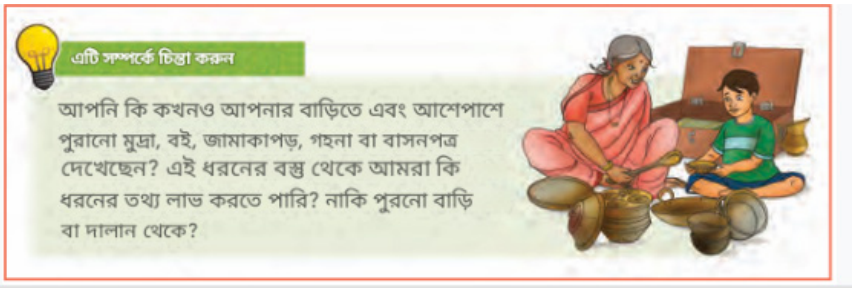

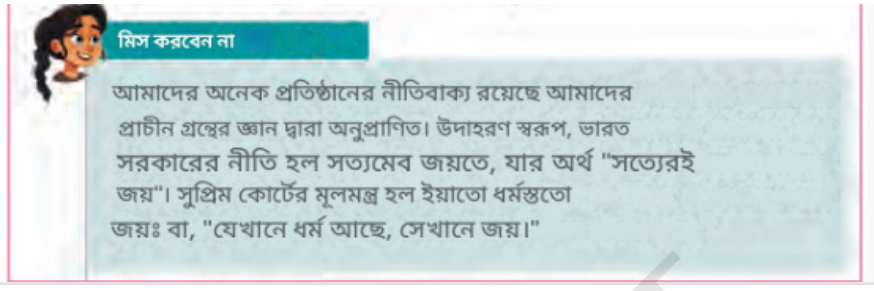

আমন্ত্রণ জানাবে। 'সুযোগ হারাবে না' এমন কিছু আকর্ষণীয় বা মজার তথ্য প্রকাশ করে যা তোমার কৌতূহল জাগিয়ে তুলবে।

প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে, 'আমরা এগিয়ে যাওয়ার আগে' অধ্যায়টি যে মূল ধারণাগুলি প্রকাশ করার চেষ্টা করেছে তার কিছু সারসংক্ষেপ তুলে ধরা

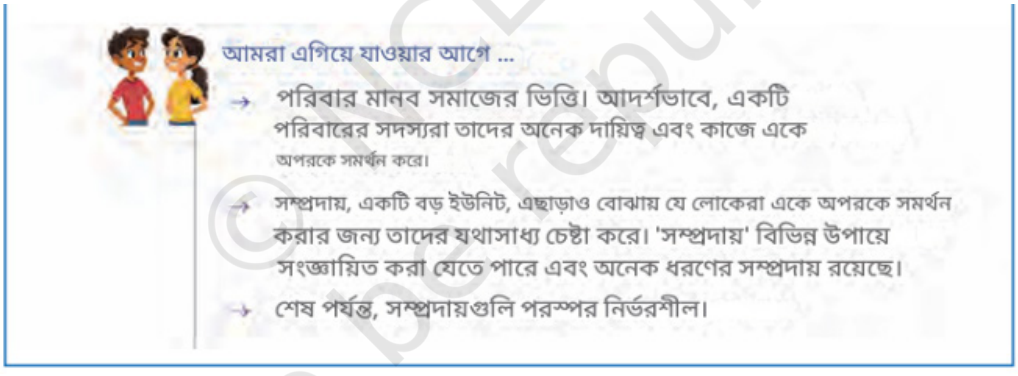

হয়েছে। পরিশেষে, প্রতিটি অধ্যায়ের প্রথম পৃষ্ঠায়, আপনি একটি QR কোড পাবেন যা আপনাকে আকর্ষণীয় ভিডিও, ধাঁধা, গেম, গল্প ইত্যাদির দিকে পরিচালিত করবে, যা অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কিত এবং আপনাকে আরও অন্বেষণের দিকে পরিচালিত করবে। এটি স্ক্যান করুন, অথবা এটি স্ক্যান করার জন্য একজন প্রাপ্তবয়স্কের সাহায্য নিন এবং উপাদানটি ব্রাউজ করুন।

এই পাঠ্যপুস্তকটি অন্বেষণের এই যাত্রায় আপনার শিক্ষক আপনার সাথে থাকবেন। আমরা আশা করি আপনি আপনার

© NCERT not to be republished

ছয় পিতামাতা বা অভিভাবকদের সাথেও এর কিছু অংশ পড়বেন। হয়তো আপনি তাদের সাথে কিছু কার্যকলাপ চেষ্টা করে দেখতে পারেন!

আমরা আপনার সামাজিক বিজ্ঞান এবং মানব জীবন এবং সমাজ সম্পর্কে এর সমৃদ্ধ অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে একটি আনন্দদায়ক যাত্রা কামনা করি।

সংস্কৃত শব্দের উচ্চারণ সম্পর্কে একটি নোট

যেহেতু এই পাঠ্যপুস্তকটি ইংরেজিতে রয়েছে, তাই আমরা রোমান বর্ণমালা ব্যবহার করি। তবে আমরা সংস্কৃত এবং আরও কয়েকটি ভারতীয় ভাষার কিছু শব্দের সাথে পরিচিত হব। রোমান বর্ণমালা কিছু অতিরিক্ত চিহ্ন বা চিহ্ন যেমন ড্যাশ, বিন্দু বা উচ্চারণ ছাড়া তাদের উচ্চারণ স্পষ্ট করতে পারে না, যাকে 'ডায়াক্রিটিকাল চিহ্ন' বা 'ডায়াক্রিটিক্স' বলা হয়। তুমি যদি চান তবে তুমি এই সমস্ত লক্ষণগুলি উপেক্ষা করতে পারেন এবং তোমার সেগুলি মনে রাখার দরকার নেই। যাইহোক, যেহেতু আমরা কেবল কয়েকটি সহজ লক্ষণ ব্যবহার করছি, তুমি তাদের সাথে অভ্যস্ত হওয়া সহজ পাবে। তুমি আরও দেখতে পাবে যে তারা তোমাকে সংস্কৃত শব্দগুলি মোটামুটি সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে সহায়তা করে।

তারা কীভাবে কাজ করে তা এখানে:

- একটি স্বরবর্ণের উপরে একটি ছোট ড্যাশ (যাকে 'ম্যাক্রন' বলা হয়) এটিকে দীর্ঘ করে তোলে। উদাহরণস্বরূপ, দানকে 'দান' বলা হয়; লীলা উচ্চারণ করা হয় 'লীলা'; সূত্র হলো সূত্র।
- শ এবং ষ উচ্চারণে শব্দের 'শ'-এর মতো শোনায় (একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে, কারণ এগুলি দেবনাগরী লিপির শ (হা) এবং ষ (ষ)-এর সাথে সম্পর্কিত; পরবর্তী অংশে এটি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে)। সুতরাং,শ উচ্চারণ করা হয় 'শাস্ত্র' এবং ষ উচ্চারণ করা হয় 'ক্ষীর'।
- যেসব ব্যঞ্জনবর্ণের নিচে একটি বিন্দু থাকে (দ, ত, শ, ন প্রধানত), সেগুলি উচ্চারণ করার সময় জিভকে মুখের তালুর সাথে আঘাত করে উচ্চারণ করতে হয়। বিন্দু ছাড়া যেসব ব্যঞ্জনবর্ণ থাকে, সেগুলি উচ্চারণ করতে জিভ দাঁতের সাথে স্পর্শ করে উচ্চারণ করা হয়।
- অবশেষে, র হল দেবনাগরী অক্ষর ऋ। আমরা এটিকে রি হিসেবে লিখি, যদিও ভারতের কিছু অঞ্চলে এটি রূ হিসেবেও উচ্চারণ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, আমরা লিখি ঋগ্বেদ ।

© NCERT not to be republished

যারা আমাদের পদ্ধতিতে দেবনাগরী বর্ণমালা এবং রোমান লিপির মধ্যে সুনির্দিষ্ট সাদৃশ্য জানতে চাও তাদের জন্য সংক্ষিপ্ত এবং দীর্ঘ স্বরবর্ণের সারণীগুলি নিম্নরূপ:

দেবনাগরী	রোমান লিপি
अ	a
इ	i
उ	u
ऋ	ṛi
ए	e
ओ	o
आ	ā
ई	ī
ऊ	ū
ॠ	ṛi
ऐ	ai
औ	au

এবং ব্যঞ্জনবর্ণের সারণী:

কণ্ঠ্যবর্ণ	ক	क	খ	ख	গ	ग	ঘ	घ	ঙ	ङ	হ	ह
তালব্য	চ	च	ছ	छ	জ	ज	ঝ	झ	ঞ	ञ	য	य
মূর্ধন্য বর্ণ	ট	ट	ঠ	ठ	ড	ड	ঢ	ढ	ণ	ण	র	र
দন্ত্যবর্ণ	ত	त	থ	थ	দ	द	ধ	ध	ন	न	ল	ल
ওষ্ঠ্যবর্ণ	প	प	ফ	फ	ব	ब	ভ	भ	ম	म	ব	व
ঔষ্ম বর্ণ	শ	श	ষ	ष	স	स						

দ্রষ্টব্য: আমাদের উচ্চারণ গাইডটি সংস্কৃত প্রতিবর্ণীকরণের আন্তর্জাতিক বর্ণমালা বা আইএএসটি পদ্ধতি হিসাবে পরিচিত একটি অভিযোজন।

© NCERT not to be republished

ভারতের সংবিধান

তৃতীয় অংশ (১২ - ৩৫ নং ধারা)
(কিছু শর্ত সাপেক্ষে, কিছু ব্যতিক্রম এবং যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ) এই গ্যারান্টি দেয়

মৌলিক অধিকার

সাম্যের অধিকার
- আইনের সামনে এবং আইনের সমান সুরক্ষা;
- ধর্ম, জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ বা জন্মস্থান নির্বিশেষে;
- সরকারি চাকরিতে সুযোগ;
- অস্পৃশ্যতা ও উপাধি বিলুপ্ত করে।

স্বাধীনতার অধিকার
- মত প্রকাশ, সমাবেশ, সমিতি, আন্দোলন, বাসস্থান এবং পেশা;
- অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সুরক্ষা;
- জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার সুরক্ষা;
- ছয় বছর বয়সী শিশুদের জন্য বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা এবং চোদ্দ বছর;
- কতিপয় ক্ষেত্রে গ্রেফতার ও আটকের বিরুদ্ধে সুরক্ষা।

শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার
- মানুষের পাচার ও জোরপূর্বক শ্রম নিষিদ্ধ করা;
- ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুদের নিয়োগ নিষিদ্ধ করা।

ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার
- বিবেকের স্বাধীনতা ও স্বাধীন পেশা, চর্চা ও প্রচার
ধর্ম;
- ধর্মীয় বিষয়াদি পরিচালনার স্বাধীনতা;
- কোন বিশেষ ধর্মের প্রচারের জন্য কর প্রদানের স্বাধীনতা;
- সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষা বা ধর্মীয় উপাসনায় উপস্থিতির স্বাধীনতা।

সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত অধিকার
- সংখ্যালঘুদের ভাষা, লিপি ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের স্বার্থ রক্ষার জন্য;
- সংখ্যালঘুদের তাদের পছন্দমতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার জন্য।

সাংবিধানিক প্রতিকারের অধিকার
- এই মৌলিক অধিকারগুলি প্রয়োগের জন্য সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্ট কর্তৃক নির্দেশ বা আদেশ বা রিট জারি করে।

© NCERT not to be republished

ভারতের সংবিধান

চতুর্থ খণ্ড ক (ধারা ৫১ A)

মৌলিক কর্তব্য

ইহা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য হইবে-

(ক) সংবিধান মেনে চলা এবং এর আদর্শ ও প্রতিষ্ঠান, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংগীতকে সম্মান করা;

(খ) যে মহান আদর্শ আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামকে অনুপ্রাণিত করেছিল তা লালন ও অনুসরণ করা;

(গ) ভারতের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য ও অখণ্ডতা সমুন্নত রাখা ও রক্ষা করা;

(ঘ) দেশকে রক্ষা করা এবং যখন তা করার আহ্বান জানানো হয় তখন জাতীয় সেবা প্রদান করা;

(ঙ) ধর্মীয়, ভাষাগত এবং আঞ্চলিক বা বিভাগীয় বৈচিত্র্যের ঊর্ধ্বে উঠে ভারতের সকল মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি ও সাধারণ ভ্রাতৃত্ববোধের বিকাশ ঘটানো; নারীর মর্যাদার জন্য অবমাননাকর প্রথা পরিত্যাগ করা;

(চ) আমাদের মিশ্র সংস্কৃতির সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে মূল্য দেওয়া এবং সংরক্ষণ করা;

(ছ) বন, হ্রদ, নদী, বন্যপ্রাণীসহ প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করা এবং জীবিত প্রাণীর প্রতি সহানুভূতি পোষণ করা;

(জ) বৈজ্ঞানিক মানসিকতা, মানবতাবাদ এবং অনুসন্ধিৎসা ও সংস্কারের চেতনার বিকাশ ঘটানো;

(ঝ) জনগণের সম্পত্তি রক্ষা করা এবং সহিংসতা পরিহার করা;

(ঞ) ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কর্মকাণ্ডের সকল ক্ষেত্রে উৎকর্ষের দিকে প্রচেষ্টা চালানো, যাতে জাতি ক্রমাগত প্রচেষ্টা ও অর্জনের উচ্চতর স্তরে উন্নীত হয়;

*(ট) যিনি পিতা-মাতা বা অভিভাবক, তার সন্তানকে বা, ক্ষেত্রমত, ছয় থেকে চৌদ্দ বছর বয়সের মধ্যে শিক্ষার সুযোগ প্রদান করার জন্য।

দ্রষ্টব্য: *মৌলিক কর্তব্য সম্বলিত ৫১ক অনুচ্ছেদটি সংবিধান (৪২ তম সংশোধন) আইন, ১৯৭৬ (৩ জানুয়ারি ১৯৭৭ থেকে কার্যকর) দ্বারা সন্নিবেশিত হয়েছিল।*

**(ট) সংবিধান (৮৬তম সংশোধন) আইন, ২০০২ (১ এপ্রিল ২০১০ হইতে কার্যকর) দ্বারা সন্নিবেশিত হইয়াছিল।*

© NCERT not to be republished

ন্যাশনাল সিলেবাস ও টিচিং লার্নিং উপকরণ কমিটি (এনএসটিসি)

এম সি পন্থ, চ্যান্সেলরজাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনা ও প্রশাসন ইনস্টিটিউট (এনআইইপিএ), **(চেয়ারপারসন)**

মঞ্জুল ভার্গব, অধ্যাপক, প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়।
(সহ-সভাপতি)

সুধা মূর্তি, প্রশংসিত লেখক ও শিক্ষাবিদ

বিবেক ডেব্রয়, চেয়ারপার্সনঅর্থনৈতিক উপদেষ্টা পরিষদ-প্রধানমন্ত্রী (EAC-PM)

শেখর মান্ডে, প্রাক্তন মহাপরিচালক মো., সিএসআইআর, বিশিষ্ট অধ্যাপক, সাবিত্রীবাই ফুলে পুনে বিশ্ববিদ্যালয়, পুনে

সুজাতা রামদ্রাই, অধ্যাপকব্রিটিশ কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা

শঙ্কর মহাদেবন, সঙ্গীত মায়েস্ত্রো, মুম্বাই

ইউ বিমল কুমার, পরিচালক প্রকাশ পাড়ুকোন ব্যাডমিন্টন একাডেমি, বেঙ্গালুরু

মিশেল দানিনো, ভিজিটিং প্রফেসর, আইআইটি গান্ধীনগর

সুরিনা রাজন, আইএএস (অবসরপ্রাপ্ত), হরিয়ানা, প্রাক্তন ডিজি, এইচআইপিএ

চামু কৃষ্ণ শাস্ত্রী, চেয়ারপারসন, ভারতীয় ভাষা কমিটি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সঞ্জীব সান্যাল, সদস্যঅর্থনৈতিক উপদেষ্টা পরিষদ-প্রধানমন্ত্রী (EAC-PM)

এম.ডি. শ্রীনিবাস, চেয়ারপারসন, সেন্টার ফর পলিসি স্টাডিজ, চেন্নাই

গজনান লোধায়ে, মাথা প্রোগ্রাম অফিস, এনএসটিসি

রবিন ছেত্রী, পরিচালক এসসিইআরটি, সিকিম

প্রত্যুষা কুমার মন্ডল, অধ্যাপকশিক্ষা বিভাগ সামাজিক বিজ্ঞানে, এনসিইআরটি

দীনেশ কুমার, অধ্যাপক এবং মাথা পরিকল্পনা ও পর্যবেক্ষণ বিভাগ, এনসিইআরটি

কীর্তি কাপুর, অধ্যাপক, ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন ইন ল্যাঙ্গুয়েজেস, এনসিইআরটি

রঞ্জনা অরোরা, অধ্যাপক এবং মাথা পাঠ্যক্রম অধ্যয়ন ও উন্নয়ন বিভাগ, এনসিইআরটি **(সদস্য-সচিব)**

© NCERT not to be republished

পাঠ্যপুস্তক উন্নয়ন দল

নির্দেশনা

মহেশ চন্দ্র পান্ত, চেয়ারপারসন, এনএসটিসি, এবং চ্যান্সেলর, এনআইইপিএ।

জগবীর সিং, অধ্যাপক, চেয়ারপারসন, এনওসি, এবং চ্যান্সেলরপাঞ্জাব কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়

মঞ্জুল ভার্গব, কো-চেয়ারপার্সন, এনএসটিসি, এবং অধ্যাপকপ্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়

অনুরাগ বিহার, সদস্য জাতীয় পাঠ্যক্রম কাঠামো তদারকি কমিটি, এবং সিইও, আজিম প্রেমজি ফাউন্ডেশন

গজনান লোধায়ে, মাথা প্রোগ্রাম অফিস, এনএসটিসি; সদস্য এনএসটিসি; প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, সন্তিত রিসার্চ ফাউন্ডেশন

সিএজি সোশ্যাল সায়েন্স (সিএজি-এসএস) চেয়ারপার্সন

মিশেল দানিনো, ভিজিটিং প্রফেসর, আইআইটি গান্ধীনগর

সিএজি (অর্থনীতি) চেয়ারপার্সন

সঞ্জীব সান্যাল, সদস্য ইএসি-পিএম

অবদানকারী

আশেরওয়াড় দ্বিবেদী, সহকারী অধ্যাপক, ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ অনুষদ, শ্রী রাম কলেজ অফ কমার্স, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়; সদস্য সিএজি (অর্থনীতি)

অঙ্কুর কাক্কর, সহযোগী অধ্যাপক, সেন্টার ফর ইন্ডিক স্টাডিজ, ইন্দাস বিশ্ববিদ্যালয়, আহমেদাবাদ; সদস্য সিএজি-এসএস

আজিজ মাহদী, পণ্ডিত ফার্সি, প্রাক্তন ফেলো, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ অ্যাডভান্সড স্টাডি, সিমলা; সদস্য সিএজি-এসএস

ভাবলেন পালিওয়াল, শিক্ষাবিদ এবং কনসালট্যান্ট, প্রোগ্রাম অফিস, এনএসটিসি

দিব্যা ইন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট এবং কনসালট্যান্ট, প্রোগ্রাম অফিস, এনএসটিসি

ফণীন্দ্র শর্মা, কনসালট্যান্ট, প্রোগ্রাম অফিস, এনএসটিসি

জাভেদ ইকবাল ভাট, সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজিতে স্নাতকোত্তর বিভাগ, কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়; সদস্য সিএজি-এসএস

জনসন ওডাককাল, কমোডরভারতীয় নৌবাহিনী (অবসরপ্রাপ্ত) সাবেক পরিচালক মেরিটাইম হিস্ট্রি সোসাইটি ও অনুষদ এবং আদিত্য বিড়লা ওয়ার্ল্ড একাডেমি; সদস্য সিএজি এসএস

© NCERT not to be republished

কে বসুন্ধরা, উপাধ্যক্ষ, চিন্ময় বিদ্যালয় এসআর এসইসি স্কুল, ভিরুগম্বক্কাম, চেন্নাই
ছায়াপথের অন্ধকার দিক, নৃতত্ত্ববিদ, সিনিয়র গবেষক, সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন লিগ্যাল হিস্ট্রি, ওয়েস্ট বেঙ্গল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ জুরিডিক্যাল সায়েন্সেস, কলকাতা

এম ভি শ্রীনিবাসন, অধ্যাপক, অর্থনীতি, সামাজিক বিজ্ঞানে শিক্ষা বিভাগ, এনসিইআরটি; সদস্য সিএজি (অর্থনীতি)

নবজ্যোতি ডেকা, সহকারী অধ্যাপক, ফ্যাকাল্টি অফ ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ, শ্রীরাম কলেজ অফ কমার্স; সদস্য সিএজি (অর্থনীতি)

প্রাচী লাহিড়ী, শিক্ষক, ইতিহাস, ন্যাশনাল পাবলিক স্কুল, বেঙ্গালুরু; সদস্য সিএজি-এসএস

প্রিয়দর্শিনী সমতারায়, সহকারী অধ্যাপক সমাজবিজ্ঞান, ডিইএসএস, এনসিইআরটি

রাধা নারায়ণন, গবেষক মো. এবং প্রণেতা ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক, চিন্ময় মিশন, চেন্নাই; সদস্য সিএজি-এসএস

ঋদ্ধি গর্গ, গবেষণা লেখক এবং সম্পাদক দিল্লি

রুচিকা সিং, সহকারী অধ্যাপক, ভূগোল বিভাগ, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়; সমন্বয়কারী মো., আইকেএস বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সন্দীপ কামরা, শিক্ষাবিদ, শিব নাদার স্কুল, গুরুগ্রাম; সদস্য সিএজি (অর্থনীতি)

সন্দীপ মদন, শিক্ষাবিদ, শিব নাদার স্কুল, গুরুগ্রাম; সদস্য সিএজি (অর্থনীতি)

সৌম্য দে, অধ্যাপক, ঋষিহুদ বিশ্ববিদ্যালয়; সদস্য সিএজি-এসএস

শ্রুতি চৌহান, তরুণ পেশাদার (ইএসি-পিএম), নীতি আয়োগ

সুখবিন্দর সিং, সহযোগী অধ্যাপক, এডুকেশনাল সার্ভে ডিভিশন, এনসিইআরটি

সুপর্ণা দিবাকর, শিক্ষাবিদ এবং উন্নয়ন খাতের পেশাজীবী, চিফ কনসালট্যান্ট, প্রোগ্রাম অফিস, এনএসটিসি

সুরেন্দ্র সি ঠাকুরদেশাই, অধ্যাপক এবং নিক্ষেপ করুন, ভূগোল ও পল্লী উন্নয়ন, গোগেট জোগলেকর কলেজ, রত্নগিরি; সদস্য সিএজি-এসএস

তনু মালিক, অধ্যাপক ভূগোল, সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষা বিভাগ, এনসিইআরটি

উদয় কুলকার্নি, সার্জন ডা., ভারতীয় নৌবাহিনীর কমান্ডার (অবসরপ্রাপ্ত), ইতিহাসবিদ; সদস্য সিএজি-এসএস

© NCERT not to be republished

ভি সেলভাকুমার, সহযোগী অধ্যাপক, সামুদ্রিক ইতিহাস ও সামুদ্রিক প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, তামিল বিশ্ববিদ্যালয়, তাঞ্জাভুর; সদস্য সিএজি-এসএস

পর্যালোচক

অদিতি মিশ্র, প্রধান পরিচালক, দিল্লি পাবলিক স্কুল, গুড়গাঁও; এবং শিক্ষকবৃন্দ: কানু চোপড়া, লিজা দত্ত, অবনী মেহতা, মমতা কুমার, সুপর্ণা শর্মা

অনুরাধা চৌধুরী, সহকারী অধ্যাপক, আইআইটি খড়গপুর; কো-অর্ডিনেটর, আইকেএস ডিভিশন, এআইসিটিই

অপর্ণা পান্ডে, অধ্যাপক ভূগোল, সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষা বিভাগ, এনসিইআরটি

ভৈরু লাল যাদব, সহযোগী অধ্যাপক, ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন ইন সোশ্যাল সায়েন্স, এনসিইআরটি

গান্তি এস মূর্তি, ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেটর, আইকেএস বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

এম.ডি. শ্রীনিবাস, চেয়ারপারসন, সেন্টার ফর পলিসি স্টাডিজ, চেন্নাই; সদস্য এনএসটিসি

পি কে মণ্ডল, অধ্যাপক, সামাজিক বিজ্ঞানে শিক্ষা বিভাগ, এনসিইআরটি; সদস্য এনএসটিসি

বিনিতা রিখি, যুগ্ম পরিচালক, মন্ডিয়াল গ্রুপ, মন্ডিয়াল একাডেমী

সিএজি (সামাজিক বিজ্ঞান) সদস্য আহ্বায়ক

অপর্ণা পান্ডে, অধ্যাপক ভূগোল, সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষা বিভাগ, এনসিইআরটি

সিএজি (অর্থনীতি) সদস্য আহ্বায়ক

শিপ্রা বৈদ্য, অধ্যাপক বাণিজ্য, সামাজিক বিজ্ঞানে শিক্ষা বিভাগ, এনসিইআরটি

© NCERT not to be republished

স্বীকারোক্তি

ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (এনসিইআরটি) ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্কস ওভারসাইট কমিটি (এনওসি)-এর চেয়ারপার্সন ও সদস্য, ন্যাশনাল সিলেবাস অ্যান্ড টিচিং লার্নিং ম্যাটেরিয়ালস কমিটির (এনএসটিসি) চেয়ারপার্সন ও সদস্য, সামাজিক বিজ্ঞান ও অর্থনীতির জন্য কারিকুলার এরিয়া গ্রুপের (সিএজি) চেয়ারপার্সন ও সদস্য এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সিএজি-র দিকনির্দেশনা ও সমর্থনকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

সামাজিক বিজ্ঞান ও অর্থনীতি সিএজির সদস্যদের অংশগ্রহণ এবং অবদান অপরিহার্য ছিল। এই পাঠ্যপুস্তকে ক্রসকাটিং থিমগুলি সংহত করার সাথে জড়িত অন্যান্য সিএজির চেয়ারপার্সন এবং সদস্যদের অতিরিক্ত ধন্যবাদ প্রাপ্য।

প্রোগ্রাম অফিসের (এনএসটিসি) সামাজিক বিজ্ঞান দলের অক্লান্ত প্রচেষ্টা এবং দৃষ্টান্তমূলক উত্সর্গ প্রতিটি পর্যায়ে এই পাঠ্যপুস্তকটি তৈরিতে সহায়তা করার জন্য কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকৃত। ডাঃ শ্বেতা প্রকাশনা বিভাগ, এনসিইআরটি-র প্রাক্তন প্রধান সম্পাদক উৎপল এবং বিভাগের নিবেদিত সম্পাদকরা সম্পাদনা এবং প্রুফরিডিং প্রক্রিয়ায় মূল্যবান সহায়তা প্রদান করেছেন। পাঠ্যের একাধিক সংস্করণের মাধ্যমে পেশাদার সম্পাদনা প্রচেষ্টার জন্য আনজাসি এন এবং ঋদ্ধি গর্গকে বিশেষ স্বীকৃতি দেওয়া হয়। পাঠ্যপুস্তকের আকর্ষণীয় নকশা এবং ভিজ্যুয়াল মানের ক্ষেত্রে শ্বেতা রাওয়ের অসামান্য অবদান এবং পুরো প্রক্রিয়া জুড়ে তার অবিচল কাজ কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকৃত।

চিত্রকর অ্যালবার্ট শ্রীবাস্তব, আশুতোষ কাম্বলি, আত্রি চেতন, চন্দ্রিমা চট্টোপাধ্যায়, নূতন কিশোর, প্রাচী সহস্রবুদ্ধে এবং প্রশান্ত সিং - তাদের উদ্ভাবনী নকশা, অঙ্কন এবং স্কেচগুলির জন্য প্রশংসার দাবিদার, যা পাঠ্যপুস্তকের ভিজ্যুয়াল গুণমানকে উল্লেখযোগ্যভাবে সমৃদ্ধ করেছে। মানচিত্রবিদ সতীশ মৌর্যের অবদান প্রশংসনীয়। তাঁর মানচিত্র ভাগ করে নেওয়ার ক্ষেত্রে অধ্যাপক ভি এন প্রভাকরের উদারতা কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকৃত।

© NCERT not to be republished

সূচীপত্র

মুখবন্ধ	iii
শিক্ষার্থীর প্রতি চিঠি	v
এই বইয়ের মাধ্যমে তামার যাত্রা	সপ্তম
ভূমিকাঃ সামাজিক বিজ্ঞান কেন?	**1**
থিম এ — ভারত ও পৃথিবী: ভূমি ও মানুষ	
১. পৃথিবীতে স্থান নির্ধারণ	7
২. মহাসাগর ও মহাদেশ	27
৩. ভূপ্রকৃতি ও জীবন	41
থিম বি - অতীতের চিত্রপট	
৪. সময়সীমা এবং ইতিহাসের উদ্ভব	59
৫. ইন্ডিয়া, মানেই ভারত	75
৬. ভারতীয় সভ্যতার সূচনা	85
থিম সি – আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও জ্ঞান পরম্পরা	
৭. ভারতীয় সংস্কৃতির মূল	105
৮. বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য বা 'একের মধ্যে অনেক'	125
থিম ডি – শাসনব্যবস্থা ও গণতন্ত্র	
৯. পরিবার ও সমাজ	137
১০. গণতন্ত্রের মূলস্তর – পর্ব ১: শাসন ব্যবস্থা	149
১১. গণতন্ত্রের মূলস্তর – পর্ব ২: গ্রামাঞ্চলের স্থানীয় সরকার	163
১২. গণতন্ত্রের মূলস্তর – পর্ব ৩: শহরাঞ্চলের স্থানীয় সরকার	173
থিম ই - আমাদের চারপাশের অর্থনৈতিক জীবন	
১৩.শ্রমের মূল্য	183
১৪. আমাদের চারপাশে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বা কার্যকলাপ	195
শব্দকোষ	209
ছবির কৃতিত্ব	218

© NCERT not to be republished

বসুধৈব কুটুম্বকম:
পুরো দুনিয়াটাই একটা পরিবার

© NCERT not to be republished